সংবাদ

তারিখ ০৪ JUN 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

অনলাইনে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি

৫৫৪ কলেজে ৮ লক্ষাধিক আবেদন জমা পড়েছে

● এক বছরে বাড়ল ১ লাখ ২৮ হাজারের বেশি

রাকিব উদ্দিন

একাদশ শ্রেণীতে অনলাইনে ভর্তিতে এবার ব্যাপক সাড়া পড়েছে। গত বছরের চেয়ে এবার এক লাখেরও কম ছাত্রছাত্রী এসএসসি উত্তীর্ণ হলেও এবার অনলাইনে ভর্তির এক লাখ ২৮ হাজার ৭৪৩টি আবেদন বেশি পড়েছে। এবার সারাদেশে অনলাইনের জন্য নির্বাচিত ৫৫৪টি কলেজের অনুকূলে ভর্তির আবেদন পড়েছে ৮ লাখ ২৬ হাজার ৪৭৮টি। গত বছর আবেদন জমা পড়েছিল ৬ লাখ ৯৭ হাজার ৭৩৫টি। যদিও রাজধানীর নটর ডেম কলেজ গত বছরের মতো এবারও সরকারের ভর্তি নীতিমালা উপেক্ষা করে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে।

এদিকে ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসির খাতা পুনঃনিরীক্ষণের ফল গতকাল রাতে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ৭টি বোর্ডে মোট ৭৬৯ জন শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়েছে। এরমধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ৪২৪ জন, কুমিল্লার ৬৯ জন, বরিশালের ৩৩ জন, দিনাজপুরের ৬০ জন, সিলেটের ২৩ জন, যশোরের ৭৩ জন এবং চট্টগ্রামের ৮৭ জন। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের খাতা পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশ হয়নি।

ভর্তি কার্যক্রমের বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ গতকাল সংবাদকে বলেন, এবার দ্বিতীয়বারের মতো অনলাইনে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। এ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও ঝামেলামুক্ত হওয়ায় এবার অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রমের কলেজের সংখ্যাও বেড়েছে। ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে টেলিটকে আবেদন করতে পেরেছে। দেশের কোথাও কোন ঝামেলা হয়নি। কলেজগুলোর ওপর কোন তদবির ও চাপ ছিল না। এবার সব শিক্ষা বোর্ডে মোট ভর্তির আবেদন পড়েছে আট লাখ ২৬ হাজার ৪৭৮টি। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আবেদনের ফল প্রকাশ হবে আগামী ১৬ জুন।

কলেজ পরিদর্শক আরও জানান, এবার এসএসসি পরীক্ষার খাতা পুনঃনিরীক্ষণে যাদের ফল পরিবর্তন হবে তারা সোমবার (আজ) রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনে কলেজে ভর্তির আবেদন করতে পারবে।

তিনি জানান, সব বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার খাতা পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হবে মোবাইল ফোন, নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট সংশ্লিষ্ট ও পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ফল জানা যাবে।

ঢাকা ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, গত বছর ৩৮৭টি কলেজে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছিল। এবার এ সংখ্যা ১৬৭টি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫৪টিতে। এরমধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ২২৩টি কলেজে আবেদন পড়েছে তিন লাখ ৭৮ হাজার ৫৭২টি, রাজশাহীর ৪৮টি কলেজে ৬৯ হাজার ৫৬৪টি, চট্টগ্রামের ৫৪টি কলেজে ৯৯ হাজার ২৩৬টি, যশোরে ৪২টি কলেজে ৪৯ হাজার ৬৫৪টি, কুমিল্লার ৩৬টি কলেজে ৯০ হাজার ২৫৬টি, দিনাজপুরের ৬২টি কলেজে ৬১ হাজার ৭৩০টি, বরিশালের ৪৫টি কলেজে ৩৫ হাজার ৪৫৩টি এবং সিলেটের ৪০টি কলেজে অনলাইনে ভর্তির আবেদন জমা পড়েছে ৪২ হাজার ১১৩টি।

প্রসঙ্গত, গত ১৮ মে টেলিটকে মোবাইল ফোনে এসএমএস পাঠিয়ে এবারের ভর্তির জমা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

জমা : পড়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আবেদন শুরু করেছিল সদ্য এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা। এই প্রক্রিয়া চলে গত বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। ভর্তির আবেদনের ফল প্রকাশ হবে আগামী ১৬ জুন। কোন কলেজে ভর্তিযোগ্য আসন ৫০০ হলেই সংশ্লিষ্ট কলেজে অনলাইনে ভর্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যেসব কলেজে ৫০০ জনের কম শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি আছে, সেসব কলেজ প্রচলিত নিয়মেই শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারছে। এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর তাসলিমা বেগম গতকাল সংবাদকে বলেন, অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া সহজ ও ঝামেলামুক্ত। একজন শিক্ষার্থী ১২০ টাকা করে ফরমের মূল্য দিয়ে একসঙ্গে ইচ্ছা করলে ২০টি কলেজেও ভর্তির আবেদন করতে পারছে।

এদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর বেশ কয়েকটি কলেজ কর্তৃপক্ষ একাদশ শ্রেণীর ভর্তি নীতিমালা উপেক্ষা করে ইচ্ছামতো ভর্তি ফি নির্ধারণ করেছে। কলেজগুলো ভর্তি ফি নির্ধারণ করেছে ১০ থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তি নীতিমালা অনুসারে রাজধানীর এমপিওভুক্ত কলেজগুলো ভর্তি ফি নিতে পারবে সর্বোচ্চ ৮ হাজার এবং আংশিক এমপিওভুক্ত ও প্রাইভেট কলেজগুলো ভর্তি ফি নিতে পারবে সর্বোচ্চ ১৪ হাজার টাকা। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কলেজগুলোর জন্য গত বছরের নির্ধারিত ভর্তি ফি বহাল আছে।

এ বিষয়ে প্রফেসর তাসলিমা বেগম বলেন, ভর্তির জন্য সরকার যে নীতিমালা করেছে সেটি মেনেই ভর্তি করতে হবে। কেউ নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি বাতিল ও এমপিওভুক্তি বাতিল করা হবে। তিনি জানান, এবার নীতিমালা অনুযায়ী ২০১১ সালের পর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই কেবল একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পাবে।

প্রসঙ্গত, এবারের ভর্তি নীতিমালা, অনলাইনের ভর্তির জন্য নির্বাচিত কলেজের তালিকাসহ এ সংক্রান্ত সব তথ্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট ([illegible]) এবং সব শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অনলাইনের জন্য নির্বাচিত কলেজের তালিকা পাওয়া যাচ্ছে।